দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUN 1987

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

031

চলতি বছরের জিডিপি ৪'৪১

অর্থনৈতিক তৎপরতায় মৌলিক বাধা বিদ্যমান

(অর্থনৈতিক রিপোর্টার)

দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও উন্নয়নে কতিপয় মৌলিক বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া চলতি অর্থ বছরের অর্থনৈতিক জরিপে অর্থমন্ত্রী এম, সাইদুজ্জামান মন্তব্য করিয়াছেন। গতকাল জাতীয় বাজেট ঘোষণাকালে প্রকাশিত অর্থনৈতিক জরিপে অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থ বছরের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ও বিভিন্ন খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, বিগত বছরগুলিতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছু মৌলিক বাধা বিদ্যমান। তাঁহার মতে কৃষির উৎপাদন বহুলাংশে আবহাওয়ার উপর

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

জিডিপি ৪'৪১

(১ম পৃঃ পর)

নির্ভরশীল এবং দেশের স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক তৎপরতা সাম্প্রতিককালে বিশ্ববাজারে প্রধান রফতানী দ্রব্য পাট ও পাটজাত দ্রব্যের নিম্নমুখী চাহিদার দ্বারা প্রভাবান্বিত।

জরিপে উল্লেখ করা হয় যে, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার পরেও সমাপ্তপ্রায় অর্থ বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৪ দশমিক ৪১ ভাগে দাঁড়াইবে। বিগত অর্থ বছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪ দশমিক ১ ভাগ। জরিপে বলা হয়, পাট ব্যতীত চলতি বছরে কৃষি পণ্যের উৎপাদন গত বছরের চাইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার চলতি সালে শতকরা ৩ দশমিক ৬০ ভাগে দাঁড়াইবে। বিগত বছরে এই খাতের অবদানের হার ছিল শতকরা ৪ দশমিক ১ ভাগ। অপরদিকে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার বিগত বছরের শতকরা ১ দশমিক ২২ ভাগের তুলনায় চলতি বছরে শতকরা ৭ দশমিক ৩৯ ভাগে উন্নতী হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। একই সাথে নির্মাণখাতে বিগত বছরের শতকরা ৭ দশমিক ১০ ভাগের স্থলে চলতি বছরে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭ দশমিক ৪৮ ভাগ।

উল্লেখ্য, জরিপের তথ্য অনুযায়ী বিগত অর্থ বছরে বিদ্যুৎ ও গ্যাসখাতে যেখানে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৮ দশমিক ৪০ ভাগ, সেখানে চলতি অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১৪ দশমিক ৩৪ ভাগে উন্নীত হইয়াছে। ইহাছাড়া, অন্যান্য খাতে চলতি বছরে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪ দশমিক ৩৫ ভাগে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইতেছে।

রাজস্ব আয় হ্রাস

জরিপে উল্লেখ করা হয় যে, চলতি বছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয়ের পরিমাণ শতকরা ২ দশমিক ৫৪ ভাগ কম হইয়াছে। তবে আলোচ্য বছরে সংশোধিত রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৯৫৬ কোটি টাকা এবং এই অর্থ মূল বরাদ্দের চাইতে শতকরা ৫ দশমিক ৮ ভাগ বেশী। ইহা ছাড়া গত বছরে সংশোধিত রাজস্ব উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৬ শত ৫২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। অপরদিকে চলতি বছরে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৭ শত ৬১ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইতেছে।

মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি

চলতি অর্থ বছরে ব্যাপক অর্থে মুদ্রা সরবরাহ শতকরা ৭ দশমিক ২৯ ভাগ বৃদ্ধি (৮৯৯ কোটি ২০ লক্ষ) চলতি বছরের মার্চ মাসে ১৩ হাজার ২০৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বিগত বছরে এই মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৬ দশমিক ৭৭ ভাগ (৭১২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা), তবে চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে সংকীর্ণ অর্থে মুদ্রা সরবরাহ ১৮৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া জরিপে বলা হয় যে, মেয়াদী আমানতে ১০৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৮১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হ্রাস এবং সরকারী খাতে ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার জন্য সংকীর্ণ অর্থে মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস পাইয়াছে। তবে জরিপে বলা হয়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩ শত ৪৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থ কৃষি ঋণ হিসাবে বিতরণ এবং ১০৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

বাণিজ্য ঘাটতি ৪৩৬৬ কোটি টাকা

আলোচ্য বছরে দেশে মোট রফতানী আয় ৩০১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। যদিও এসময়ে রফতানীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১৫০ কোটি টাকা। অপরদিকে এ সময়ে আমদানী ব্যয় ৭৩৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। এই হিসাবের প্রেক্ষিতে সমাপ্তপ্রায় বছরে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়াইবে প্রায় ৪৩৬৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।